করোনাভাইরাস: ইরান ও ইরাকে জামাতে জুমার নামাজ বাতিল

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে ইরাক ও ইরানে জুমার নামাজের জামাত বাতিল করা হয়েছে। শুক্রবার দেশ দু’টির অধিকাংশ মসজিদে জামাতে জুমার নামাজ পড়া হয়নি।

বিবিসির জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইরানের কয়েকটি শহর এবং ইরাকের কারবালায় শুক্রবার জুমার নামাজের জামাত বাতিল করা হয়।

ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলীয় পবিত্র শহর কারবালায় শুক্রবারের নামাজ বাতিল করেছে শিয়া ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ।

কর্তৃপক্ষ বলছেন, বিরাজমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কথা ভেবে এবং শহরের স্বাস্থ্য বিভাগের আহ্বান বিবেচনায় নিয়ে তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ইরাক এই ভাইরাসে দুজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়া ইরান ও ইরাকের বিভিন্ন শহরে কমিয়ে দেয়া হচ্ছে অফিসের সময়, বন্ধ রাখা হচ্ছে স্কুল-কলেজ সিনেমা এবং ক্যাফে-রেস্তোরাঁর মতো জনসমাগমের স্থানগুলো।

মনে করা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইরানেই প্রথম ব্যাপক আকারে করোনাভাইরাস সংক্রমণ দেখা দেবার পর – সেখান থেকেই এই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরো কয়েকটি দেশে।

ইরানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে ভাইরাস ছড়ানোর খবর পাওয়া গেছে যে সব দেশে তার মধ্যে আছে, সৌদি আরব, ইরাক, আফগানিস্তান, বাহরাইন, লেবানন, পাকিস্তান, কুয়েত, ওমান, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

সুত্র-যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

প্রিন্স আহমেদ ও বিন নায়েফের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ!

অভ্যুত্থান চেষ্টার অভিযোগে সৌদি আরবের বাদশাহ সালমানের ছোট ভাই প্রিন্স আহমেদ বিন আবদুল আজিজ ও ভাতিজা মোহাম্মদ বিন নায়েফকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের খবরে এমন তথ্য জানা গেছে।

এ ঘটনায় সৌদি কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে আটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলেন, তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তোলা হয়েছে।

বর্তমানে প্রাণঘাতী নোবেল করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। এতে তেলের দাম পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তেলের অর্থ নির্ভর দেশটিতে সম্ভাব্য ঝুঁকি আরও তীব্রতর হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সৌদি দাবির মুখে তেল উৎপাদন কমিয়ে আনতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে রাশিয়া। ২০০৮ সালের পর এই প্রথম তেলের দাম ৯ শতাংশ কমে গেছে।

ইউরেশিয়া গ্রুপ কনসালটেন্সির মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা বিষয়ক প্রধান আয়হাম কামাল ব্লুমবার্গকে বলেন, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে সৌদি নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ বৃহৎ আকার নিয়েছে।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলী অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তৈরি করেছে বলে মনে হয়েছে বাদশাহ সালমান ও তার ছেলে মোহাম্মদের কাছে। কাজেই নেতৃত্বের জোরালো দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিতেই তাদের এই উদ্যোগ।

নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, এর একটি সম্ভাব্য মতলব হতে পারে বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজের বয়স। তিনি এখন ৮৪ বছরে রয়েছেন। বাবার মৃত্যু কিংবা সিংহাসন ত্যাগের আগে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের আটকে রাখতে চাচ্ছেন উত্তরসূরি মোহাম্মদ বিন সালমান।

রাজপরিবারে প্রিন্স আহমেদ বিশেষ মর্যাদা বহন করেন। কারণ বাদশাহ সালমানের একমাত্র জীবিত আপন ভাই হলেন তিনি। আহমেদ ও বিন নায়েফ

দুজনেই আধুনিক সৌদির প্রতিষ্ঠাতার সন্তান।

এর আগে নিজের ভাইকে সিংহাসনের উত্তরসূরি মনোনয়ন দিতেন সৌদি শাসকরা। কিন্তু বাদশাহ সালমান প্রথমবারের মতো ২০১৭ সালে নিজের ছেলেকে এই পদে বসান।

২০১৮ সালে লন্ডনে বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হওয়ার সময় সৌদি আরবের বর্তমান নীতির সমালোচনা করার পর থেকে প্রিন্স আহমেদকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবতে শুরু করেন যুবরাজ।

বিক্ষোভকারীরা তখন ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন বিমান হামলার বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিলেন। কাজেই প্রতিবেশী দেশটিতে মানবিক সংকটের দায় নেয়ার ক্ষেত্রে বাকি রাজপরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলছেন প্রিন্স আহমেদ।

এক ভিডিওতে রাজপরিবারের নাম নিয়ে তাকে বলতে শোনা গেছে, আল-সৌদে এসব কি হচ্ছে? এসবের জন্য বাদশাহ ও তার সন্তানই দায়ী। এরপরে ইন্টারনেটে ক্ষুব্ধ সৌদিরা প্রিন্স আহমেদের আনুগত্য মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু দ্রুতই এটা পরিষ্কার হয় যে সিংহাসনের উত্তরসূরি হওয়ার কোনো ইচ্ছা তার নেই। একটি বিবৃতি ইস্যু করে তিনি বলেন, তার মন্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরবর্তী বসন্তে তিনি দেশে ফিরে যান। বিমানবন্দরে প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে আলিঙ্গন করেন। ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক রেখে আসতেই দেখা গেছে তাকে।

রাজপরিবারের যেসব সদস্যদের অবাধ্য হিসেবে বিবেচনা করছেন যুবরাজ, তাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, প্রিন্স আহমেদের ক্ষেত্রে প্রথমে তেমনটি ঘটতে দেখা যায়নি। তিনি অনেকটা স্বাধীনভাবেই দেশে ফিরে আসা ও চলাচলের সুযোগ পান।

বুধবার তিনি অবকাশ থেকে ফিরে আসেন এবং পরের দিনেই গ্রেফতার হন।

আর প্রিন্স মোহাম্মদ বিন নায়েফ ছিলেন সাবেক যুবরাজ। তাকে মোহাম্মদ বিন সালমানের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে আসছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের তিন সশস্ত্র

বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করেছেন। যার মধ্যে সেনাবাহিনী ও ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীও রয়েছে। কাজেই ক্ষমতার লড়াইয়ে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ সুবিধা পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

এছাড়াও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ। মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর সঙ্গে তার বেশ জানাশোনা আছে। রাজপরিবারের মধ্যে যেটাকে সম্পদ হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে।

২০১৭ সালে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান কেবল তাকে ক্ষমতাচ্যুতই করেননি, ব্যাপক অপমান ও লাঞ্ছনাও দিয়েছেন। নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বর্তমান যুবরাজের সহযোগীরা তাকে শারীরিকভাবে জবরদস্তি করেছেন।

তাকে দীর্ঘ সময় আটক রাখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাবঞ্চিত করা হয়েছে। বিন নায়েফের সম্পদ জব্দ করা হয়। আর সামাজিকমাধ্যমে তার বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়, তিনি ব্যথানাশকে আসক্ত।

তার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয় এবং স্বাধীন চলাচল বন্ধ করা হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কালো উর্দি ও মাস্ক পরা লোকজন রিয়াদে তার ডেজার্ট ক্যাম্পে আসেন এবং তাকে ও তার ছোটভাইকে তুলে নিয়ে যান। এসময় তার বাড়িঘর তল্লাশি ও যোগাযোগ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়।

তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ তোলা হয়েছে। রাজপরিবারের অবাধ্য সদস্যদের গ্রেফতার যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নিত্য অভ্যাস। মূলত ক্ষমতা সুসংহত করতেই তিনি এই ধরপাকড় চালাচ্ছেন বলে সমালোচকদের দাবি।

সুত্র-যুগান্তর

দিল্লির নর্দমায় মিলছে পচা গলা মরদেহ

ভারতের দিল্লিতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডবের পর থেকে রাজধানীর নর্দমায় মিলছে লাশ। মঙ্গলবার পর্যন্ত গত পাঁচ দিনে ১১টি পচা গলা লাশ ভেসে উঠেছে।

সব মিলিয়ে কয়েক দিনের ওই সহিংসতায় অন্তত ৪৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন সাড়ে ৩০০ জন।

হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, প্রতিদিনই হাসপাতালে স্বজনদের খোঁজে মানুষের ভিড় বাড়ছে। অনেকেই সারা দিন বসে থেকে দিন শেষে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরছে।

বিতর্কিত সিএএকে কেন্দ্র করে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লির উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন শহরে দাঙ্গা-সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সামনেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদসহ মুসলিমদের অসংখ্য বাড়িঘর ও দোকানপাট বেছে বেছে আগুন ধরিয়ে দেয় উগ্রপন্থীরা।

টানা তিন দিন ধরে চলে এ হামলা, অগ্নিকাণ্ড। ২৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লির নর্দমায় প্রথম গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা অঙ্কিত শর্মার লাশ ভেসে উঠেছিল। তাকে সহিংসতার মধ্যে উন্মত্ত জনতা পিটিয়ে হত্যা করেছিল বলে অভিযোগ তার পরিবারের।

সর্বশেষ রোববার ও সোমবার নর্দমাতে পাওয়া গেছে পাঁচটি অজ্ঞাত মৃতদেহ। মরদেহগুলোর বেশির ভাগই পচে গেছে। ফলে তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যাচ্ছে না। ডিএনএ পরীক্ষা করে এসব মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করা হবে।

তবে ভেসে ওঠা মৃতদেহগুলোর সবই দিল্লির সহিংসতায় নিহত কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করছে পুলিশ।

দিল্লিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক চিত্র প্রশাসনের তৈরি করা একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্টে উঠে এসেছে।

উত্তর-পূর্ব জেলার তৈরি ওই রিপোর্টে বলা হয়, এখন পর্যন্ত সহিংসতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ১২২টি বাড়ি, ৩২২টি দোকান এবং

৩০১টি গাড়ি।

সোমবার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জানান, চূড়ান্ত রিপোর্টে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। জানা যায়, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীনে তৈরি ১৮টি দলের পেশ করা তথ্যের ভিত্তিতেই ওই অন্তর্বর্তী রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নির্দেশে এই দলগুলো উত্তর-পূর্ব দিল্লির সহিংসতা বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে ‘ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে’ চালিয়েছে।

দাঙ্গার পর থেকে এখনও প্রায় ৭ শতাধিক মানুষ নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের খোঁজে হাসপাতালে ছুটছেন স্বজনেরা। মর্গে নতুন কোনো লাশ এলে সেখানে দৌড়াচ্ছেন।

গুরু তেজ বাহাদুর (জিটিবি) হাসপাতালে আসা সোনিয়া বিহারের বাসিন্দা পঙ্কজ বলেন, ‘আমার মা পুনম সিং এবং ভাগ্নে শাগুন ২৭ ফেব্রুয়ারি এ হাসপাতালে আসেন চিকিৎসার জন্য। তারপর থেকে তাদের খোঁজ মিলছে না। লোক নায়ক হাসপাতাল, জগপ্রদেশ চন্দ্র হাসপাতালেও খোঁজ নিয়েছি, পাইনি। আমার মায়ের ফোনও বন্ধ পাচ্ছি।’

সুত্র-যুগান্তর

বিজেপি গালি দিলে বুঝি ঠিক পথে চলছি: মমতা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, বিজেপি দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। বিজেপি চাইছে ভারতে তারা নিজেরাই শুধু থাকবে। অমিত শাহ আমাকে গালাগালি দিয়ে গিয়েছেন। ওরা গালাগালি দিলে বুঝি, আমি ঠিক পথে আছি।

সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের এক সভায় তিনি এসব কথা বলেন। খবর হিন্দুস্তান টাইমস ও আনন্দবাজার পত্রিকা।

মমতা ব্যানার্জি বলেন, আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি, সবাই বলেছে দিল্লিতে দাঙ্গা নয়, এটা গণহত্যার পরিকল্পনার অংশ।

রোবাবার শহিদ মিনার ময়দানে সভায় ‘কোনও ভূমিপুত্রকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী’ করার কথা বলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ।

অমিত শাহর বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় মমতা পাল্টা তোপ দেগে শাহকে ‘গজুভাই’ সম্বোধন করে বলেন, ‘‘আমরা কি ভূমিপুত্র নই? তাহলে আপনি কি এনআরসি করে আমাদের দেশ থেকে তাড়াতে চান?’’

দিল্লিতে মুসলমানদের ওপর বিজেপি-আরিএসএসের নির্যাতন-নিপীড়নের তুমুল সমালোচনা করে মমতা বলেন, ‘আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি, সবাই বলেছে দিল্লিতে দাঙ্গা নয়, এটা গণহত্যার পরিকল্পনার অংশ’।

প্রসঙ্গত, দিল্লিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া হিন্দুত্ববাদী তাণ্ডবে ৪২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। নিহতদের মধ্যে ২১ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ আহতদের মধ্যে অনেকে এখনও ঝুঁকিমুক্ত নন। দৃষ্টিশক্তিও পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন অনেকে।

সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়াল

চীন থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৫১ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

শুধু চীনেই মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ৯১২ জন। চীনের বাইরে প্রাণ হারিয়েছেন ১৩৯ জন। খবর বিবিসি ও রয়টার্সের।

গত ২৪ ঘণ্টায় নিহত হয়েছে ৭২ জন। চীনের বাইরে সবচেয়ে বেশি মারা

বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্সসহ আরও অনেক দেশ তাদের নাগরিকদের চীন থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছে।

এ ছাড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চীনে ৮ স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ৩ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।

গত ডিসেম্বর থেকে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা।

সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসে চীনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৮৭০

চীনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ৮৭০ জনে। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের।

এ ছাড়া শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রোববার আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে অন্তত ৮০ হাজার জনে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৭৩ জন। খবর দ্য স্ট্রেইটস টাইমসের।

এদিকে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলা করা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছেন ডব্লিউএইচওপ্রধান টেড্রস আধানম।

করোনাভাইরাসের বর্তমান অবস্থা নিয়ে জাতিসংঘের স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্থা উচ্চ থেকে উচ্চতর সতর্কতা জারি করেছে। গত কয়েক দিনে দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়েছে সংক্রমণ।

টেড্রস আধানম বলেন, গত কয়েক দিনে বাড়তে থাকা সংক্রমণের হার অবশ্যই চিন্তার বিষয়। আমাদের বিশেষজ্ঞরা সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রও বাড়িয়েছি

আমরা।

জাতিসংঘের জরুরি স্বাস্থ্য অধিদফতরের প্রধান ড. মাইক রায়ান বলেন, যে কোনো দেশের সরকারের জন্য এটি একটি পরীক্ষামূলক সময়। কীভাবে তারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে, তার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে।

এরই মধ্যে ভাইরাসটির সংক্রমণ ছড়িয়েছে ৫৬ দেশে। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া।

বর্তমানে একদিনে এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যায় চীনকেও পেছনে ফেলেছে দেশটি। সেখানে একদিনেই নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১৩ জন। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের।

এদিকে আইসল্যান্ড, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, বেলারুশে শনাক্ত হয়েছে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী। এ ছাড়া প্রথমবারের মতো আক্রান্ত অবস্থায় এক ব্রিটিশ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে, যিনি জাপানের প্রমোদতরীর যাত্রী ছিলেন।

জাপানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে প্রথমবারের মতো এক করোনাভাইরাস রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

৫০ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা অবনতির দিকে যাওয়ার ফলে তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন রাজধানী ওয়াশিংটনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. জেফরি। তবে এর আগে চীনের উহান শহরে যুক্তরাষ্ট্রের আরও এক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল।

এ ছাড়া ভাইরাসটির সংক্রমণ বাড়ছে ইতালিতেও। সেখানে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। মোট আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ১২৮ জনে। এমন পরিস্থিতিতে দেশটিতে ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করায় অনলাইনে স্কুলের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

তবে এ মুহূর্তে সবচেয়ে নাজুক অবস্থার শিকার ইরানের বাসিন্দারা। সেখানে ভাইরাসটি দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ছে।

সুত্র-যুগান্তর

পাঁচদিন পর দিল্লির দাঙ্গা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন অমিত শাহ

দিল্লিতে হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডব শুরুর পাঁচদিন পর মুখ খুলেছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দুর্বৃত্তদের সহিংস হামলায় দিল্লি যখন জ্বলছে এ নিয়ে এতোদিন আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেননি অমিত শাহ।

গত রোববার থেকে চলা পাঁচদিনের লুটতরাজ, ভাঙচুর আর জ্বালাও-পোড়াও নিয়ে কোনো কথাই বলেননি তিনি। অথচ দিল্লির আইনশৃঙ্খলা দেখভালের দায়িত্ব তারই।

তবে এবার দিল্লি দাঙ্গায় হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে মুখ খুললেন অমিত শাহ।

মুখ খুলেই এ সহিংসতার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়ী করেছেন তিনি।

শুক্রবার উড়িষ্যার এক জনসভায় অমিত শাহ বলেন, ‘বিরোধীরা নাগরিকত্ব আইন নিয়ে জনগণের মধ্যে ভুল ধারণা ছড়াচ্ছে। তারা মানুষকে উসকানি দিয়েছেন। আর সেই উসকানিতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে দিল্লিতে। এ দাঙ্গার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরোধীরাই দায়ী।’

অমিত শাহ বলেন, ‘নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়ার জন্য সিএএ নয়, বরং নাগরিকত্ব দেয়ার জন্য এটি করা’।

উড়িষ্যায় ওই জনসভায় অমিত শাহ আরো বলেন, ‘সিএএ বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে বিরোধীরা। সিএএ -এর মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হবে বলে জানাচ্ছে কংগ্রেস, বিএসপি, এসপি, পশ্চিমবঙ্গের মমতার মতো সব বিরোধী দল। অথচ তাদের এই ব্যাখ্যা ভুল। আমরা বারবার বলছি এবং এখনও বলছি, সিএএ একজন সংখ্যালঘুর

নাগরিকত্বও কেড়ে নেবে না’।

উল্লেখ্য, গত রোববারে দিল্লির মুসলিম অধ্যুষিত জাফরাবাদ এলাকায় সিএএ-বিরোধী বিক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দুত্ববাদীরা। এরপর তা উত্তর-পূর্ব দিল্লির প্রায় সব এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। উগ্রহিন্দুত্ববাদীরা রড, লাঠি, অ্যাসিড নিয়ে সিএএ-বিরোধীদের ওপর হামলায় চালায় বলে নিশ্চিত করেছে ভারতের সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার।

বেছে বেছে মুসলমানদের ওপর এ আক্রমণ চালানো হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে আর্ন্তজাতিক গণমাধ্যম বিবিসি।

এ সহিংসতায় হিন্দুত্ববাদীদের থেকে রক্ষা পায়নি মসজিদ, ও ধর্মগ্রন্থ কোরআনও। দিল্লির কয়েকটি মসজিদে আগুন লাগায় তারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ হয়েছে সেসব জ্বালাও-পোড়াও ও আগুন লাগানোর দৃশ্য।

দিল্লির এই দাঙ্গায় এখন পর্যন্ত ৪২ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। দুই শতাধিক মানুষ আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ঘিরে বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র উসকানি ছড়ানোর পরই রোববার দিল্লিতে এ নজিরবিহীন তাণ্ডব শুরু হয়।

এসব ঘটনার পাঁচদিন পরে এসে এই সহিংসতার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকেই দায়ী করেছেন বিজেপি নেতা অমিত শাহ।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে, ইকনমিক টাইমস

দিল্লিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় নিহত বেড়ে ৪২

ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অন্তত ৪২জন নিহত হয়েছেন। এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দিল্লি

দিল্লিতে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন নিয়ে ছড়িয়ে পড়া সংঘর্ষে বেছে বেছে মুসলিমদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। সব দেখেও সরকার নীরব বলে অভিযোগ করেছে এই কমিশন।

মার্কিন কমিশন বলেছে, মুসলিমদের ওপর আঘাতের আবহে ভারত সরকারের উচিত ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

সুত্র-যুগান্তর

দিল্লির সহিংস মামলার সেই বিচারপতিকে বদলি করল কেন্দ্রীয় সরকার

গত চারদিন ধরে দিল্লিতে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক সহিংসতার জন্য সরকার ও দিল্লি পুলিশের সমালোচনা করা সেই বিচারপতিকে বদলি করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার।
দিল্লি পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের সমালোচনা করা ওই বিচারপতির নাম এস মুরলিধর।

দিল্লি হাইকোর্ট থেকে তাকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বদলির বিজ্ঞপ্তি বুধবার রাতে ইস্যু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। খবর এসডিটিভির

সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি মুরলিধরকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হল।

বুধবার বিচারপতি মুরলিধর বলেছিলেন, ‘আমরা আরেকটা ১৯৮৪-র মতো ঘটনা হতে দিতে পারি না দেশে।’

এ সহিংসতা নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকার ও দিল্লি সরকার উভয়কেই একসঙ্গে কাজ করতে নির্দেশ দেন তিনি।

চার বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র, অনুরাগ ঠাকুর, অভয় ভার্মা ও পরবেশ ভার্মার উস্কানিমূলক ভাষণের ভিডিওকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া পিটিশনের শুনানিতে বিচারপতি মুরলিধর এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কেন ওই চার বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়নি জানতে চেয়ে দিল্লির পুলিশ প্রধানকে প্রশ্ন করেছিলেন বিচারপতি মুরলিধর।

জবাবে কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সঠিক সময়েই এফআইআর দায়ের হবে জানালে বিচারপতি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, ‘কোনটা সঠিক সময়, মিস্টার মেহতা? দিল্লি তো জ্বলছে।’

এরপর এফআইআর দায়ের না করার পরিণতি কঠোর হতে পারে বলেও সতর্কবার্তা দেন মুরলিধর।

আর এমন বিচারকার্য চলাকালীন বদলি হতে হচ্ছে বিচারপতি মুরলিধরকে।

এদিকে বিচারপতির বদলির এই সুপারিশ গত ১২ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিমকোর্ট কলেজিয়াম থেকে করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।

সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের ওই সুপারিশের সমালোচনা করে বিচারপতি মুরলিধরের বদলির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিতে আর্জি জানিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন।

প্রসঙ্গত, দিল্লির সহিংসতায় এখন পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে। আহত হয়েছেন দুই শতাধিক।

গত রোববার শুরু হওয়া এই সংঘর্ষ মঙ্গলবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নিয়েছিল।

অথচ দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হুশ ফিরে চার দিন পর! মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের খাতির-যত্ন নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

সোমবার সিএএবিরোধীদের ওপর এর পক্ষের লোকেরা চড়াও হয়ে লুটপাট, ভাঙচুর এমনটি মসজিদে অগ্নিসংযোগকালেও দিল্লি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে।

দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় পুলিশ ও বিজেপি সরকারের এই নীরবতাকে বড় লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধী।

□□□□□-□□□□□□□□